গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.mocat.gov.bd

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের (জুন ২০১৬) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রতিবন্ধকতা /সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	(ক) বিমানবন্দরগুলো আধুনিকায়নের মাধ্যমে এ দেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ যাতে এভিয়েশন ক্ষেত্রে রিজিওনাল হাব হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।	এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	০৮-০৫-২০১৪	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন এবং এভিয়েশন সেক্টরে রিজিওনাল হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক দেশের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহের উন্নয়ন ও আধুনিয়কায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ ১। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় প্রান্তিক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজঃ জাইকার অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাইকার সাথে বিগত ২১.০৪.২০১৬ তারিখে MOM স্বাক্ষরিত হয়েছে। MOM অনুসারে কার্যক্রম চলছে। ২। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো টার্মিনাল ভবনের সম্মুখে কার্গো এপ্রোণ নির্মাণঃ প্রকল্পের আওতায় বিগত ০৬.০৩.২০১৬ তারিখে ২য় বারের মত রি-টেন্ডার আহ্বান করা হয়। আহ্বানকৃত রি-টেন্ডার অনুযায়ী টেন্ডার খোলার তারিখে (২৯.০৩.২০১৬) ০৮ টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের কারিগরী মূল্যায়নের নিমিত্ত বিগত ২৫.০৪.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় দু'টি প্রতিষ্ঠান কারিগরীভাবে রেসপন্সিভ হয়েছে। বিগত ০২.০৫.২০১৬ তারিখে প্রতিষ্ঠান দু'টির আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয় এবং ০৫.০৫.২০১৬ তারিখে মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ১৯.০৫.১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিএএবি'র বোর্ড সভার সুপারিশের আলোকে ক্রয় প্রস্তাব সরকারের অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।		

PM Comment

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রতিবন্ধকতা /সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
					৩। বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়নঃ এ প্রকল্পের আওতায় রেসপনসিভ ঠিকাদারের সাথে বিগত ১২.১১.২০১৫ তারিখে ঠিকাচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তব কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রাডার নির্মাণের নিমিত্ত বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সৈয়দপুর ও যশোর বিমানবন্দরে ডিভিওআর ও ডিএমই সংস্থাপনের জন্য সাইট প্রস্তুতের কাজও চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে সৈয়দপুর ও যশোর বিমানবন্দরে ডিভিওআর ও ডিএমই সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক ইক্যুইপমেন্ট সাইটে আনা হয়েছে। খুব সহসাই সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ডিভিওআর ও ডিএমই সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল ইক্যুইপমেন্ট চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে এসে পৌছানোর কথা রয়েছে। ৪। খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণঃ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জমি অধিগ্রণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৫। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণঃ এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে মবিলাইজেশন ও সাইট প্রিপারেশন এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন, রানওয়ে প্রশস্তকরণ ও নতুন শোল্ডার নির্মাণের কাজ চলছে। চলমান কাজ ও জমি অধিগ্রহণ বাবদ এ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যয় হবে। তাছাড়া, নির্ধারিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		

PM Comment

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রতিবন্ধকতা /সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
					৬। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনঃ প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিলের আওতায় একটি প্রকল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্ত ০৫টি প্রতিষ্ঠান কে Short listed করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে RFP ইস্যু করা হয়েছে। RFP দাখিলের শেষ তারিখে (২৩.০২.২০১৬) ০৪ টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব পাওয়া যায়। বিআরটিসি, বুয়েট কর্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের যাচাই বাছাই কার্যক্রম শেষে বিগত ১৭.০৪.২০১৬ তারিখে রিপোর্ট প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের (০৪টি) কারিগরী মূল্যায়নের নিমিত্ত মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় বিগত ২৫.০৪.২০১৬ তারিখে দু'টি প্রতিষ্ঠান কারিগরীভাবে রেসপন্সিভ হয়েছে। বিগত ০২.০৫.২০১৬ তারিখে প্রতিষ্ঠান দু'টির আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয় এবং ০৫.০৫.২০১৬ তারিখে মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ১৯.০৫.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিএএবি'র বোর্ড সভার সুপারিশের আলোকে ক্রয় প্রস্তাব সরকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। ৭। বরিশাল বিমানবন্দর উন্নয়নঃ এ প্রকল্পের ডিপিপি বিগত ২২.০৬.২১০৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। ৮। "হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ ও সেবা প্রদান : রেডলাইন এভিয়েশন সিকিউরিটি লি: কে এ বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরামর্শক হিসেবে ২ বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান কার্গো নিরাপত্তার পদ্ধতিগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও টেকসই মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। এছাড়াও, তারা বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের যাত্রী ও মালামাল স্ক্যানিংসহ নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকি করছে। প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৯। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন: 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন' শীর্ষক একটি প্রকল্প ৮৯.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিগত ০৮.০৩.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের স্ক্যানার, তরল ও বিস্ফোরক দ্রব্য সনাক্তকরন ব্যবস্থা, ব্যারিয়ার গেইটসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কেনার পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহের নিমিত্ত বিগত ২৮.০৩.২০১৬ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। আহবানকৃত দরপত্র অনুযায়ী দরপত্র খোলার শেষ তারিখে (০৫.০৫.২০১৬) ০২ টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব পাওয়া যায়। বিগত ২৯.৫.২০১৬ তারিখে কারিগরি সাব-কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		

PM Comment

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রতিবন্ধকতা /সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
	(খ) এভিয়েশন ফুয়েলের মূল্য পাশর্ববর্তী দেশসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।	এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	০৮-০৫-২০১৪	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ	বৈদেশিক ষ্টেশন কর্তৃক প্রদত্ত জ্বালানী মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে Aviation Fuel এর মূল্য হ্রাসকরণপূর্বক পুন:নির্ধারনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৮.০৫.২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালয় হতে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কে অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বর্ণিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ অবহিত করার জন্য গত ০৩.০৯.২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ হতে গত ১৪.০৯.২০১৪ তারিখে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কোলকাতায় বর্তমানে জ্বালানী তেলের মূল্য প্রতি লিটার ০.৪১৯৬ মার্কিন ডলার। গত ০৯.০৫.২০১৬খৃঃ তারিখ হতে বাংলাদেশে জেট এ-১ জ্বালানী তেলের মূল্য কমানো হয়েছে, যা ঢাকায় প্রতি লিটার ০.৫১০০ মার্কিন ডলার, চট্টগ্রামে ০.৫০০০ মার্কিন ডলার ও সিলেটে ০.৫১০০ মার্কিন ডলার। তথাপিও এ মূল্য কোলকাতার মূল্য হতে ঢাকা ও সিলেটে প্রতি লিটার ০.০৯০৪ মার্কিন ডলার ও চট্টগ্রামে ০.০৮০৪ মার্কিন ডলার বেশী।		
২	(ক) অনলাইন বুকিং, ই-টিকেটিং, ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ বিমানের সেবার মানোন্নয়ন।	এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	০৮-০৫-২০১৪	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ২০০৭ সালের মার্চ থেকে ইলেকট্রনিক টিকেট (E-ticket) কার্যক্রম শুরু করেছে। তাছাড়া আগষ্ট ২০১০ থেকে অনলাইন বুকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। সম্মানিত যাত্রীগণ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে ঘরে বসে বিমানের ওয়েবসাইট www.biman-airlines.com এর মাধ্যমে টিকেট বুকিং ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টিকেটের মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ইন্টারনেট বুকিং কার্যক্রম আরও আধুনিকভাবে চালু করেছে। ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ট্রাভেল এজেন্সী পোর্টাল (TAP) পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে চালু করেছে এ পর্যন্ত মোট ৫৫টি এজেন্সি TAP গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে এজেন্টগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বুকিং ও টিকেট করার সুযোগ পাচ্ছেন। Access to Information (a2i) Programme এর আওতায় ডিজিটাল সেন্টার থেকে বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ টিকেট বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফ্লাইট বিলম্বের সময় অথবা অন্য কোন তথ্য সম্মানিত যাত্রীদের অবগতির জন্য বিগত ১লা অক্টোবর ২০১৫ থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে সকল অভ্যন্তরীন এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে SMS সেবা সম্পূর্ণভাবে চালু করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে SMS সেবা চালুর বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিজনেস ক্লাস যাত্রীদের জন্য পৃথক ডেস্ক স্থাপন করেছে। বৃদ্ধ এবং অসুসহ যাত্রীদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য নতুন হুইল চেয়ার সংগ্রহ করা হয়েছে। তদুপরি হুইল চেয়ার পরিচালনার জন্য মহিলা কর্মীসহ কিছু কর্মীকে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং নতুন আরো হুইল চেয়ার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে। বিমানের সেবার মান উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।		

PM Comment

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	প্রতিবন্ধকতা /সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
	(খ) লাভজনক রুট চিহ্নিতকরণ ও বিমানের ফ্লাইট চালুকরা।	এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	০৮-০৫-২০১৪	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ	যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্ট থেকে বিমানের অনুকূলে Exemption of Economic Authority এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ক্যাটাগরী-১ এ উন্নীত হওয়া সাপেক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, ক্যাটাগরী-১ এ উন্নীত হওয়ার জন্যে সিএএবি এবং বিমান কর্তৃক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বিমান বহরে ৬টি লীজকৃত উড়োজাহাজসহ মোট ১৪টি উড়োজাহাজ রয়েছে, যা দ্বারা ১৫টি আন্তর্জাতিক ও ৭টি অভ্যন্তরীণ গন্তব্যে সপ্তাহে যথাক্রমে ৯৭টি ও ৫৫টি ফ্লাইট পরিচালনা করা হচ্ছে।বিমানের বিদ্যমান রুটসমূহ মূল্যায়নপূর্বক পরিচালন ব্যয় বিবেচনায় লাভজনক রুট চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তন্মধ্যে কুয়ালালামপুরে সাপ্তাহিক ফ্লাইট ৭টি থেকে ১২টি, জেদ্দায় ৬টি থেকে ৭টি, সিংগাপুরে ৬টি থেকে ৭টি, ব্যাংককে ৫টি থেকে ৭টি, কোলকাতায় ৭টি থেকে ১২টি, রিয়াদে ৫টি থেকে ৬টি এবং মাস্কাটে ৬টি থেকে ৭টিতে উন্নীত করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি ২০১৫ থেকে কুয়ালালামপুরে সাপ্তাহিক ফ্লাইট ৭টি থেকে ১০টি, জেদ্দায় ৫টি থেকে ৭টি, কুয়েতে ৩টি থেকে ৪টি এবং দাম্মামে ৩টি থেকে ৬টিতে উন্নীত করা হয়েছে। ২টি নতুন ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে বোয়িং কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। শীতকালীন সময়সূচি ২০১৬-১৭ থেকে গোয়াংজু, কলম্বো, মালে, দিল্লী এবং হংকং-এ বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ ক. গোয়াংজুতে সম্পন্নকৃত বাজার জরিপ অনুযায়ী রুটটি লাভজনক প্রতীয়মান হয়। রুট সম্প্রসারণের পদক্ষেপ হিসেবে উক্ত দেশের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ফ্লাইট পরিচালনার অনুমোদন সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য আনুষংগিক কাজের মধ্যে হ্যান্ডলিং এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন ও ফ্লাইট স্লট সংগ্রহ করা হয়েছে। খ. কলম্বোতে সম্পন্নকৃত বাজার জরিপ অনুযায়ী রুটটি সম্ভাবনাময়। তদানুযায়ী উক্ত দেশের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ থেকে ফ্লাইট পরিচালনার অনুমোদন সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া হ্যান্ডলিং এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। বাজার জরিপের আলোকে কলম্বো ফ্লাইট মালে-তে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে। গ. দিল্লী ও হংকং-এ বিমানের পূর্ব হতেই অফিস, লোকবল এবং আনুষংগিক সুবিধাদি বিদ্যমান রয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত গন্তব্যে ফ্লাইট চালু করা সম্ভব হবে। ঘ. টোকিওতে বাজার জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। উপযুক্ত উড়োজাহাজ সংগ্রহ এবং বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা সাপেক্ষে গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি ২০১৭ থেকে টোকিওতে বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।		

PM Comment